বাংলা এ প্লাস

এইচ. এস. সি বাংলা ১ম ও ২য়

রচনা ও সম্পাদনায়

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না
বি. এস. এস (স্নাতক), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা : Nahid24

প্রকাশনায়

Nahid24 Publications
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি সদস্য, নীলফামারী (রেজি নং : ১১২৪৬)

রচনা সহযোগিতায়

জান্নাতি জিনিয়া
বি. এস. এস (স্নাতক), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ বোরহান উদ্দিন (রায়হান)
স্নাতক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল

১ম সংস্করণ : জুন, ২০২০
৬ষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৪

অন্যান্য তথ্য

গ্রন্থস্বত্ব : মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না

'বাংলা এ প্লাস' বইটির ISBN : 978-984-95269-8-8

Copyright: CRL - 26152

উৎসর্গ	: পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা কে; যারা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
প্রচ্ছদ ও অলংকার	: নাহিদ হাসান
বর্ণবিন্যাস	: নাহিদ হাসান ও জান্নাতি জিনিয়া
মূল্য	: ২৭০.০০ টাকা (Fixed Price) **(Fixed Price -এ বই কিনুন)**

যে কোনো প্রয়োজনে ঃ

Website : www.nahid24.com
Mobile : 01787943429, 01842754184
Facebook Page : Nahid24 Publications
Youtube Channel : Nahid24

লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতিত এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃমুদ্রণ, ফটোকপি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কেউ কপি করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাবধান! কপিরাইট আইন, ২০০০ অনুযায়ী - কোনো ব্যক্তি যদি বেআইনি ভাবে এই বইটির কোনো অংশ নকল, পুনঃমুদ্রণ, ফটোকপি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ বা কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিতরণ করে তাহলে সেই ব্যক্তির ৪ বৎসর কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা দণ্ডনীয় বা অর্থদণ্ড হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

Date of Publication
0 0 0 0 2 0 2 0
Copyright Registration No.
CRL-26152

Date of Registration
2 4 0 2 2 0 2 2
Validity of Registration
Life + 60 years

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

Bangladesh Copyright Office

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ

Certificate of Copyright Registration

সৃজনশীল মেধা কর্মের শিরোনাম
Title of Creative Intellectual Work

বাংলা এ প্লাস (এইচ এস সি বাংলা ১ম ও ২য়)

সৃজনশীল কর্মের প্রণেতা (প্রণেতার ধরণ ও অনুপাত)
Author of the Creative Work (Type of Author & Proportion)

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না (রচয়িতা)

সৃজনশীল কর্মের স্বত্বাধিকারী (স্বত্বের অনুপাত)
Owner of the Creative Work (Proportion)

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না

স্বত্ব প্রাপ্তির মাধ্যম Mode of Ownership Gain	সৃজনশীল কর্মের ক্ষেত্র Field of the Creative Work
রচয়িতা	সাহিত্য কর্ম (শিক্ষা সহায়িকা)

The Registrar of Copyrights, Bangladesh Copyright Office is honored to issue this Intellectual Property Right Certificate under the Bangladesh Copyright Act.

Registrar of Copyrights
www.copyrightoffice.gov.bd

কেন বাংলা এ প্লাস বইটি পড়বেন ?

01

বাংলা ১ম (গদ্য)

বাংলা ১ম পত্রের প্রতিটি গদ্যের ব্যাখ্যা

বাংলা ১ম পত্রের গদ্যগুলো পড়ার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক শব্দের অর্থ বুঝতে পারেনা কিংবা অনেক লাইনের অর্থ বুঝতে পারেনা। সেইসব শব্দার্থ/কঠিন লাইনের ব্যাখ্যা পাবেন এই বইটিতে।

02

বাংলা ১ম (পদ্য)

বাংলা ১ম পত্রের প্রতিটি পদ্যের ব্যাখ্যা

বাংলা ১ম পত্রের কবিতাগুলো যেন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভয়ানক কোনো এক বিষয়! কবিতা ভালোভাবে না বুঝলে সৃজনশীল কিংবা বহুনির্বাচনী কোনো প্রশ্নের উত্তর করা সম্ভব নয়। এই বইয়ে প্রতিটি কবিতার প্রতিটি লাইনের মানসম্মত ব্যাখ্যা পাবেন (একদম সহজ ভাষায়)

03

বাংলা ২য়

বাংলা ব্যাকরণের প্রতিটি টপিক সহজে উপস্থাপন

বাংলা ২য় পত্রের যে যে টপিক এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় আসে; সবগুলোই খুব সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনা শেষে বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হয়েছে যা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেকে যাচাই করতে পারবে।

04

বাংলা ২য় (নির্মিতি অংশ)

বাংলা ২য় পত্রের নির্মিতি অংশের সহজ সমাধান

বাংলা ২য় পত্রের ভাষণ, প্রতিবেদন, দিনলিপি, ই-মেইল এসব লেখার নিয়ম ও সহজ কৌশল উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে বাংলা ১ম ও ২য় পত্রের শতভাগ প্রস্তুতি নিতে এই বইটি একটি কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে।

05

বাংলা সহপাঠ

বাংলা সহপাঠের নাটক ও উপন্যাস সংক্ষেপে উপস্থাপন

অনেক শিক্ষার্থী বাংলা সহপাঠের নাটক ও উপন্যাস অনেক বড় হওয়ার কারণে পড়তে চায় না। তাদের জন্য এই বইয়ে রয়েছে সংক্ষেপে নাটক ও উপন্যাস উপস্থাপন। তাই বাংলা এ প্লাস বই থাকতে এইচ এস সি এর বাংলা বিষয় নিয়ে আর কোনো চিন্তা নয়।

Nahid24 Publications এর বইসমূহ দেশের যে যে লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়

পাইকারি দাম (প্রতিষ্ঠান বা কোনো লাইব্রেরির বই কিনতে চাইলে)

Nahid24 Publications	রাজশাহী	০১৭৮৭৯৪৩৪২৯
Rokomari	মতিঝিল, ঢাকা	০১৭০৮১৬৬২৬১

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা, বাংলাবাজার	সুমন বুক ডিপো, ফার্মগেট-বুকহাউস.কম
ঢাকা (নিলক্ষেত)	নাহার লাইব্রেরি, জহির লাইব্রেরী,
	তাজ লাইব্রেরি, নাহার বুক হাউজ, মামুন বুক হাউজ
ফরিদপুর	আলম বুক সেন্টার
নরসিংদী	আনিস বুক ডিপো, জনপ্রিয় লাইব্রেরি, ব্রাদার্স লাইব্রেরি
কিশোরগঞ্জ	বিসমিল্লাহ লাইব্রেরি, তরুন লাইব্রেরি, পপি লাইব্রেরি
টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল বুক হাউজ
গোপালগঞ্জ	নিউ বই বিচিত্রা
মুন্সিগঞ্জ	নলেজ লাইব্রেরি
নারায়নগঞ্জ জেলা	মমতা লাইব্রেরি

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম (আন্দরকিল্লা)	নিউ মোস্তফা লাইব্রেরি, প্রতিভা লাইব্রেরি
চট্টগ্রাম (চকবাজার)	নিউ বুক ল্যান্ড, অজন্তা লাইব্রেরি
লক্ষ্মীপুর	আল ফালাহ লাইব্রেরি
কুমিল্লা (কান্দি:)	বই নিকেতন, বিসমিল্লাহ লাইব্রেরি, লেখাপড়া লাইব্রেরি
নোয়াখালি (সোনাইমুড়ী)	শুভেচ্ছা লাইব্রেরি
ফেনী	ফেনী লাইব্রেরি
চাঁদপুর	মাস্টার লাইব্রেরি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বই মেলা লাইব্রেরি, স্টুডেন্ট লাইব্রেরি, মদিনা লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী সদর	বই বিচিত্রা, শিক্ষা নগরী পুস্তকালয়, বই ঘর, আশিক লাইব্রেরি, বই কুঞ্জ
নওগা	কিশোর লাইব্রেরি
চাপাইনবাবগঞ্জ	D.R লাইব্রেরি
বগুড়া	কাজল ব্রাদার্স, আল আমিন ব্রাদাস, আলো লাইব্রেরি, মুসলিম বুক ডিপো, ইসলামিয়া লাইব্রেরি
সিরাজগঞ্জ	মনির লাইব্রেরি, অনিক লাইব্রেরি, স্কুল লাইব্রেরি
পাবনা	রহমানিয়া লাইব্রেরি

রংপুর বিভাগ

রংপুর সদর	মাহফুজাহ পুস্তকালয়, মনি লাইব্রেরি
রংপুর (কারমাইকেল)	মিন্টু লাইব্রেরি
দিনাজপুর	গ্রীন লাইব্রেরি
নীলফামারী	বইমেলা লাইব্রেরি, জ্ঞানাঙ্কুর লাইব্রেরি
পঞ্চগড় (তেতুলিয়া)	প্রত্যাশা লাইব্রেরি

খুলনা বিভাগ

খুলনা সদর	বুক সেন্টার লাইব্রেরি, নুর লাইব্রেরি, পাঠক প্রিয় লাইব্রেরি
যশোর সদর	ফেমাস লাইব্রেরি, বই জগৎ, বই নিকেতন, বুক প্যালেস, ইউনাইটেড লাইব্রেরি, রয়েল বুক ডিপো, জনতা লাইব্রেরি যশোর, অভয়নগর - ফাতেমা লাইব্রেরি
সাতক্ষীরা	বই কানন
ঝিনাইদহ সদর	কোহিনুর লাইব্রেরি
নড়াইল	নড়াইল লাইব্রেরি
চুয়াডাঙ্গা	পুঁথিঘর লাইব্রেরি
কুষ্টিয়া	বই সমাবেশ লাইব্রেরি

ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ

ময়মনসিংহ সদর	আকন্দ লাইব্রেরি, সংকলন লাইব্রেরি, মুন লাইব্রেরি
ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ সিটি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ বই ঘর
জামালপুর সদর	স্টুডেন্ট লাইব্রেরি, পাক লাইব্রেরি
নরসিংদী	ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি
সিলেট সদর	পপি লাইব্রেরি
নেত্রকোণা	আলাউদ্দীন লাইব্রেরি
বরিশাল সদর	ওরিয়েন্টাল বুক ডিপো, বুক সোসাইটি, অঙ্কুর লাইব্রেরি, খন্দকার ব্রাদার্স লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, কলেজ লাইব্রেরি
পটুয়াখালী সদর	স্টুডেন্টস বুক ডিপো, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, M/S মুশা লাইব্রেরি
বরিশাল সদর	ওরিয়েন্টাল বুক ডিপো, বুক সোসাইটি, অঙ্কুর লাইব্রেরি, খন্দকার ব্রাদার্স লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, কলেজ লাইব্রেরি
পটুয়াখালী সদর	স্টুডেন্টস বুক ডিপো, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, M/S মুশা লাইব্রেরি

Nahid24 Publications এর সকল বইসমূহ

এইচ. এস. সি. পরিক্ষার জন্য সেরা বইসমূহ

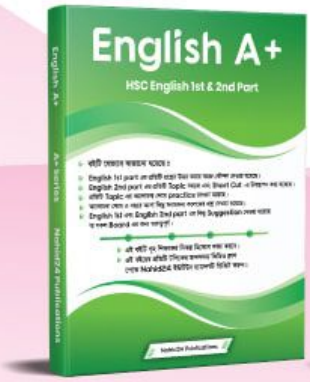

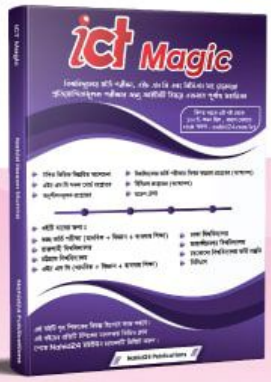

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য সেরা বইসমূহ

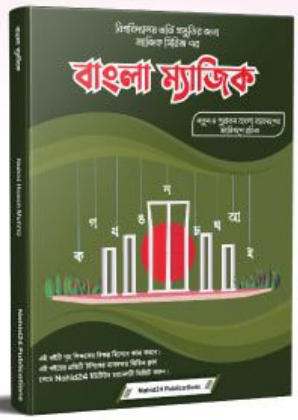

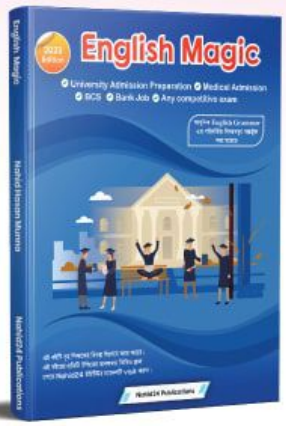

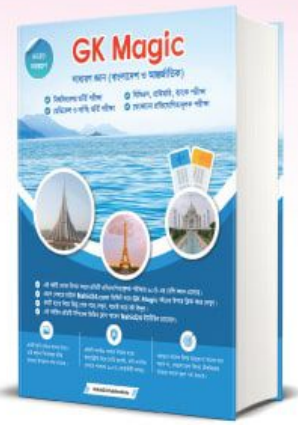

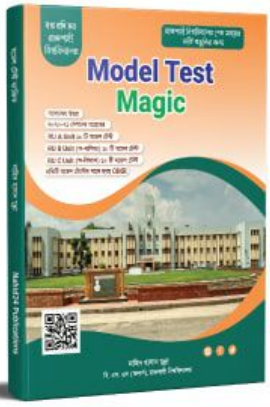

উপরের বইগুলো ঘরে বসে পাবেন নিচের যেকোনো একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে

Nahid24 (Our Website)	nahid24.com	01787943429
Rokomari	Rokomari.com	
Shoplover	Shoplover.com	+880 9678-161161

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,
আস্সালামু আলাইকুম,

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্ তাআলার নিকট। বর্তমান এই প্রতিযোগিতার যুগে নিজেকে এগিয়ে রাখতে হলে HSC তে ভালো GPA এর বিকল্প নেই। কিন্তু এইচ. এস. সি তে আমরা সবাই বাংলাকে কোনো সাবজেক্ট-ই মনে করিনা। এর ফলে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর এ+ মিস হয় বাংলার জন্য। আমার এই কথার সাথে যদি একমত হতে না পারেন তাহলে আশে পাশের বড় ভাই কিংবা আপুদের রেজাল্ট জানার চেষ্টা করতে পারেন অথবা বাংলায় সে কত পেয়েছে জানার চেষ্টা করতে পারেন। জানতে পারবেন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের এ+ মিস হওয়ার মূল কারণ বাংলা ১ম এবং ২য় পত্র। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হওয়ার কারণে বাংলা বিষয়ের উপর আমাদের অনেক অবহেলা। এই অবহেলাই শেষে কাল হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা ১ম এ অনেক কবিতা রয়েছে যা ছাত্র-ছাত্রীরা একদম বুঝতে পারে না; কিন্তু লজ্জায় কাউকে বলতেও পারে না। একটি কবিতা যদি বুঝতে কঠিন হয়ে যায় তাহলে সেই কবিতা থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আসলে হ-য-ব-র-ল লেখা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর এভাবে তো আর যাই হোক এ+ পাওয়া সম্ভব নয়। আবার এইচ এস সি বাংলা ২য় পত্রে নির্দিষ্ট কিছু টপিক থেকে প্রশ্ন আসে অথচ ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক মোটা একটি বই পড়তে গিয়ে বছর শেষে তার অর্ধেকও শেষ করতে পারে না। তাই আমি এইচ এস সি ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে **'বাংলা এ প্লাস'** বইটি রচনা করেছি। এই বইটি যদি কোনো ছাত্র/ছাত্রী সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে পারে, আমি আশা করি সে বাংলা ১ম ও ২য় পত্র ২ টি বিষয়ে এ+ পাবে ইনশাআল্লাহ।

এ বইটি অন্যান্য বইয়ের থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। বইটিতে কম গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় তুলে ধরা হয়নি, তাই কোন কিছু বাদ দিয়ে পড়া উচিত হবে না। প্রতিটি অধ্যায়ে লেখক পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং অনুশীলনমূলক প্রশ্নোত্তর দেওয়া রয়েছে সেগুলো কয়েকবার পড়তে হবে। এইচ এস সি বাংলার জন্য একাধিক বই অনুসরণ না করে, একজন শিক্ষার্থী যদি শুধুমাত্র বোর্ড বই এর পাশাপাশি এই বইটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে তাহলে সে HSC এবং ভর্তি পরীক্ষায় সফল হবে ইনশাহআল্লাহ্।
এ বইটি পড়ে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে তবেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি মনে করি। যেহেতু একমাত্র আল-কু-রআন ছাড়া কোন গ্রন্থই নির্ভুল নয় ,আর মানুষ ও ভুলের উর্ধ্বে নয় তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

মোঃ নাহিদ হাসান মুন্না
বি. এস. এস (স্নাতক), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Nahid Hasan Munna
@nahidwriter
Nahid Hasan Munna
@nahidwriter

+88 01787943429
+88 01842754184
nahid24publications@gmail.com
www.nahidhasanmunna.com

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির সেরা বইসমূহ

Nahid24

Nahid Hasan Munna

বইটির কোনো টপিক না বুঝলে কী করব?

- টপিকের নাম + Nahid24 লিখে ইউটিউবে Search করতে পারেন। যেমন - বিদ্রোহী Nahid24
- Nahid24 লিখে ইউটিউবে Search করে যে চ্যানেলটি পাবেন তার মধ্যে দেখবেন HSC Bangla 1st Paper নামে একটি playlist রয়েছে। সেখানে ক্লিক করে ভিডিওগুলো পর্যায়ক্রমে দেখুন।
- Nahid Hasan Munna ইউটিউব চ্যানেল।

আমার স্বপ্ন

আমি চাই কোনো শিক্ষার্থী যেন বলতে না পারে যে 'আমি অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে প্রাইভেট/কোচিং করতে পারছি না!' তাই আমি ইউটিউব চ্যানেল Nahid24 ও Nahid Hasan Munna - এ নিয়মিত ক্লাস আপলোড করে যাচ্ছি। আমি স্বপ্ন দেখি এক সময় ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরাই কোচিং/প্রাইভেট বর্জন করে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাওয়া আসা করবে এবং কোনো সমস্যার সমাধান ঘরে বসে অনলাইনেই পেয়ে যাবে।

বই কিনতে কৃপণতা নয়

যুদ্ধ করতে যেমন অস্ত্রের প্রয়োজন; তেমনি পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে নিয়মিত বই পড়া প্রয়োজন। বই কিনতে কৃপনতা করবেন না। আমরা রেস্টুরেন্টে ৫০০ টাকা অনায়াসে বিল দেই; কিন্তু একটা বই কিনতে এসে কৃপনতা করি। এ জাতির উন্নতি হবে কীভাবে?

Youtube আপনার সেরা শিক্ষক

আপনার যদি কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ থেকে থাকে তাহলে সেই বিষয়টি ইউটিউবে search করুন। এটা খুবই ভালো একটি অভ্যাস। ৯০% ক্ষেত্রে আপনার জানার তৃষ্ণা ইউটিউবের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। মনে রাখবেন ইউটিউব আপনার সেরা শিক্ষক।

প্রশ্ন করুন

আপনার যদি আমাদের বই পড়ে এবং ভিডিও ক্লাস দেখেও কোনো সমস্যার সমাধান না পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে ফেসবুকে ম্যাসেজ করতে পারেন। ফেসবুক পেজ ১. Nahid24 ২. Nahid Hasan Munna

+88 01787943429
+88 01842754184
nahid24publications@gmail.com
www.nahidhasanmunna.com

সূচিপত্র

এই বইটি ফুল সিলেবাসে লেখা হয়েছে। এই বইয়ে লেখা ১২ টি গদ্য ও ১২ টি পদ্যকেই ফুল সিলেবাস বলে। বোর্ড বইয়ে ৩০+৩০ = ৬০ টি গদ্য-পদ্য ফুল সিলেবাস নয়। আবারও বলছি, আমার এই বাংলা এ প্লাস বইয়ে লেখা ১২ টি গদ্য ও ১২ টি পদ্য- ই হচ্ছে ফুল সিলেবাস। এই সিলেবাসের বাইরে কোনো প্রশ্ন আসবেনা।

গদ্য

No.	Name of the Topics	Page
**	সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধানের নিয়ম ও কৌশল	০১-০২
০১	বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	০৩-০৭
০২	অপরিচিতা	০৮-২০
০৩	বিলাসী	২১-৩৪
০৪	গৃহ	৩৪-৪১
০৫	আহ্বান	৪১-৪৮
০৬	আমার পথ	৪৮-৫৫
০৭	মানব কল্যাণ	৫৫-৬২
০৮	মাসি- পিসি	৬২-৭৩
০৯	বায়ান্নর দিনগুলো	৭৪-৮৩
১০	রেইনকোট	৮৪-৯৪
১১	মহাজাগতিক কিউরেটর	৯৫-১০১
১২	নেকলেস	১০১-১০৯

কবিতা

১৩	বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	১১০-১১৮
১৪	সোনার তরী	১১৮-১২৫
১৫	বিদ্রোহী	১২৬-১৩৬
১৬	প্রতিদান	১৩৭-১৪১
১৭	সুচেতনা	১৪২-১৪৭
১৮	তাহারেই পড়ে মনে	১৪৮-১৫৩
১৯	পদ্মা	১৫৪-১৫৭
২০	আঠারো বছর বয়স	১৫৮-১৬৪
২১	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	১৬৪-১৭০
২২	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	১৭০-১৭৭
২৩	নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	১৭৭-১৮৩
২৪	ছবি	১৮৩-১৮৮

উপন্যাস ও নাটক

২৫	লালসালু	১৮৮-১৯৪
২৬	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৪-২০২

বাংলা ২য়

২৭	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	২০৩-২০৬
২৮	বাংলা বানানের নিয়ম	২০৬-২১০
২৯	পদ/ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি	২১০-২১৬
৩০	বাক্য, বাক্যের গুণ ও বাক্য রুপান্তর	২১৭-২২৮
৩১	বাক্যের অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	২২৯-২৪২
৩২	অনুচ্ছেদ থেকে অপ-প্রয়োগ শুদ্ধকরণ	২৪২-২৪৩
৩৩	সমাস	২৪৪-২৫৫
৩৪	প্রকৃতি-প্রত্যয়	২৫৬-২৫৮
৩৫	উপসর্গ	২৫৮-২৬০
৩৬	অনুবাদ	২৬১-২৬৪
৩৭	পারিভাষিক শব্দ	২৬৪-২৬৮
৩৮	সারমর্ম	২৬৯-২৭৪
৩৯	দিনলিপি	২৭৪-২৭৫
৪০	ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন চিঠি	২৭৬-২৭৬
৪১	প্রতিবেদন	২৭৭-২৭৯
৪২	ভাষণ	২৮০-২৮১
৪৩	ভাব-সম্প্রসারণ ও সংলাপ	২৮১-২৮৬
৪৪	খুদে গল্প/ছোট গল্প	২৮৬-২৮৮

☆☆ বাংলা সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধানের নিয়ম ও কৌশল ☆☆

সৃজনশীল প্রশ্ন কী?

সৃজনশীল মানে আপন সৃষ্টি। সৃজন শব্দের অর্থ হলো সৃষ্টি, আর শীল শব্দের অর্থ হলো নিজ। অর্থাৎ সৃজনশীল শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হলো নিজ থেকে সৃষ্টি করা বা আপন সৃষ্টি ।

সাধারণত পাঠ্য বইয়ের জ্ঞানের আলোকে নির্মিত একটি মৌলিক উদ্দীপকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা যায় যে প্রশ্নে তাকে সৃজনশীল প্রশ্ন বলে। সাধারণত প্রতিটি উদ্দীপক বা সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নাম্বার বরাদ্দ থাকে।

➲ বাংলা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির স্তরবিন্যাস:-

সাধারণত একটি সৃজনশীল প্রশ্ন বা উদ্দীপকের মধ্যে চারটি স্তরের প্রশ্ন থাকে।

১. জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন (১ নাম্বার)।
২. অনুধাবনমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন (২ নাম্বার)।
৩. প্রয়োগমূলক সৃজনশীল প্রশ্ন (৩ নাম্বার)।
৪. উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন (৪ নাম্বার)।

➲ ১ম স্তর জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:-

- ☞ একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বা উদ্দীপকের প্রথম প্রশ্ন হলো জ্ঞানমূলক ।
- ☞ এর জন্য এক নম্বর বরাদ্দ থাকে।
- ☞ এই অংশের প্রশ্নের সাথে উদ্দীপকের অনুচ্ছেদের মিল থাকেনা বলেই ধরে নেয়া যায়।
- ☞ এর উত্তর হবে সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর।
- ☞ জ্ঞানমূলক সৃজনশীল প্রশ্নটির উত্তর এক কথায় প্রদান করতে হবে। অনেক শিক্ষার্থী এই জ্ঞানমূলকটি এক বা দুই শব্দে উত্তর দিয়ে থাকে। সৃজনশীল প্রশ্ন লিখার নিয়ম অনুসারে এক বা দুই শব্দে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা অনেক শিক্ষক অপছন্দ করে। তাই সম্পূর্ণ সাজিয়ে উত্তর দেওয়ায় শ্রেয়।
- ☞ এই প্রশ্নের জন্য ১মিনিটের বেশি সময় ব্যয় করা যাবে না।

➲ ২য় স্তর অনুধাবনমূলক প্রশ্ন:-

সৃজনশীল প্রশ্ন এর ২য় স্তরটি হলো অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা।

- ☞ অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করা হয় শিক্ষার্থীর বোঝার বা অনুধাবন করার ক্ষমতা কতটুকু।
- ☞ প্রশ্নের এই অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকে।
- ☞ বাংলার ক্ষেত্রে সাধারণত উদ্দীপকের সালে মিল রেখে সিলেবাসভুক্ত কোনো গদ্য বা পদ্য এর একটি বিশেষ লাইনের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়।তবে এর উত্তরের সাথে উদ্দীপকের সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে।
- ☞ এই অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর করতে হবে দুটি অংশে, কেননা এই প্রশ্নের নম্বর বণ্টনও হচ্ছে ২। অর্থাৎ দুটি প্যারা আকারে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলে ভালো হয়।
- ✓ প্যারার প্রথম অংশে প্রশ্নোক্ত লাইনটির মূলভাব এক বা দুই বাক্যে প্রকাশ করতে হবে।অর্থাৎ উক্ত লাইনটি নিয়ে তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি দিয়ে শুরু করবে। (লাইনটি গুরুত্বপূর্ণ, অপরিসীম এসব লাইন লেখে সময় নষ্ট করা যাবে না।)
- ✓ প্যারার দ্বিতীয় অংশে বাকি ব্যাখ্যা বা অনুধাবন প্রদান করতে হবে।
- ☞ তবে মনে রাখতে হবে এই দুটি প্যারা লেখার জন্য সর্বোচ্চ ৭-১০ লাইন লিখলে ভালো হয়।
- ☞ সময় হিসাবে কোনভাবেই যেন ৪ মিনিটের বেশি না হয় এবং পৃষ্ঠা হিসাবে যেন তা অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত হয়।

➲ **৩য় স্তর প্রয়োগমূলক প্রশ্নঃ-**

☞ সৃজনশীল প্রশ্ন এর তৃতীয় স্তর হলো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন।

☞ জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনে সাধারণত বইয়ের জ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হলেও প্রয়োগমূলক প্রশ্নের মাধ্যমেই উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবই ও তার সাথে প্রশ্নের একটা যোগসূত্র ঘটানো হয়।

☞ এই অংশে একজন শিক্ষার্থীকে যাচাই করে দেখা হয়, পাঠ্যবইয়ে যেসব চিন্তা, ধারণা বা অনুভূতি রয়েছে, তার মধ্যকার যেগুলো প্রশ্নোক্ত উদ্দীপকের ভেতর আছে, সেগুলোকে সে প্রয়োগ তথা খুঁজে বের করতে পারছে কি না।

☞ প্রশ্নের এই অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

☞ সুন্দরভাবে লেখা উপস্থাপনের জন্য তিন প্যারা আকারে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উত্তম।

➲ প্রথম প্যারায় প্রশ্নের আলোকে উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট গল্প বা কবিতার মিল রেখে একটি জ্ঞানমূলক উপস্থাপনা লিখতে হবে। উক্ত প্রশ্নটি নিয়ে তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি দিয়ে শুরু করবে। (প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, অপরিসীম এসব লাইন লেখে সময় নষ্ট করা যাবে না।) যেটি ২-৪ লাইনের মধ্যে হলে ভালো হয়।

➲ প্যারার দ্বিতীয় অংশে প্রশ্নের মূলভাব লিখতে হবে। এই অংশে কখনোই উদ্দীপকের বিষয়বস্তু সরাসরি তুলে আনা উচিত না। দ্বিতীয় প্যারায় একদম স্পষ্টভাবে প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে সেইদিকে ফোকাস করতে হবে। ৫-৭ লাইনের মধ্যে উদ্দীপকের সাথে বইয়ের পঠিত বিষয়ের অংশের প্রশ্ন আলোকে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধরতে হবে।

➲ প্যারার তৃতীয় অংশে প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী উদ্দীপকের বিষয়বস্তু সরাসরি তুলে আনা যাবে। এর পর উদ্দীপক ও বইয়ে পঠিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তুলনা করে, সর্বশেষ প্রশ্নটি নিয়ে নিজের সারমর্ম এই অংশে লিখতে হবে।

☞ সবসময় সরল বাক্য ব্যবহার না করে, মাঝে মাঝে জটিল ও যৌগিক বাক্য লিখলে লেখাটি অধিক মানসম্মত হয়।

☞ সর্বোচ্চ ১৫ লাইন বা এক পৃষ্ঠার মধ্যে এই প্রশ্ন শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। সময় হিসাবে এই প্রয়োগমূলক প্রশ্নের জন্য ৬ থেকে ৭ মিনিট বরাদ্দ রাখবা।

➲ **চতুর্থ স্তর উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নঃ-**

☞ সৃজনশীল প্রশ্ন এর শেষ স্তর হলো উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন।

☞ উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্নে একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতা কতটুকু তা যাচাই করে দেখা হয়। এই অংশে যাচাই করা হয়, পাঠ্যবইয়ের অংশটুকু ও উদ্দীপকের ভেতরকার ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি-কল্পনাশক্তি, গভীরতা-ব্যাপকতা ইত্যাদিকে ছাত্রছাত্রীরা তুলনা করে বুঝতে পারছে কি না, এদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে তার নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে পারছে কি না। অর্থাৎ, তুলনামূলক বিচার-বিবেচনার ভেতর দিয়ে তার নিজস্ব ও আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি সে তুলে ধরতে পারছে কি না।

☞ প্রশ্নের এই অংশের জন্য ৪ নাম্বার বরাদ্দ থাকবে।

☞ সুন্দরভাবে লেখা উপস্থাপনের জন্য চার প্যারা আকারে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উত্তম।

➲ প্রথম তিন প্যারা লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক স্তরের পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

➲ চতুর্থ প্যারায় প্রশ্ন আলোকে উদ্দীপক ও সংশ্লিষ্ট পঠিত অধ্যায়ের তুলনা করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে হবে। নির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দিতে হবে কোন মৌলিক কারণে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য, অথবা পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান করছো।

☞ সবসময় সরল বাক্য ব্যবহার না করে, মাঝে মাঝে জটিল ও যৌগিক বাক্য লিখলে লেখাটি অধিক মানসম্মত হয়।

☞ ১৫-২০ লাইন বা এক পৃষ্ঠা থেকে দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে এই প্রশ্ন শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের জন্য ৮-১০ মিনিট সময় বরাদ্দ করা উচিত।

বাংলা ১ম

অপরিচিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

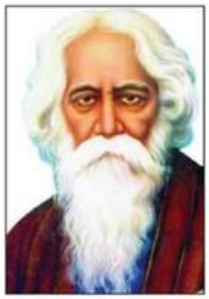

- **যা যা জেনে রাখা প্রয়োজন :**
- **লেখকের নাম** : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোট গল্প রচয়িতা)।
- **জন্ম** : ৭ মে, ১৮৬১; ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ।
- **মৃত্যু** : ৭ আগস্ট, ১৯৪১; ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।
- **জন্মস্থান** : কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ।
- **ছদ্মনাম** : ভানুসিংহ
- **পিতার নাম** : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- **মাতার নাম** : সারদা দেবী
- **দাদার নাম** : দ্বারকনাথ ঠাকুর
- **গীতাঞ্জলী প্রকাশিত হয়** : ১৯১০ সালে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কাব্যের জন্য ১৯১৩ সালে প্রথম ভারতীয় ও এশীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইংরেজিতে অনূদিত এ গ্রন্থটির নাম Song offering)।
- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন যে গ্রন্থ** : বসন্ত
- **কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন যে গ্রন্থ** : সঞ্চিতা
- **ছোটগল্প লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে** : ১২৮৪ বঙ্গাব্দে, মাত্র ষোল বছর বয়সে 'ভিখারিনী' গল্প রচনার মাধ্যমে।
- **উল্লেখযোগ্য উপন্যাস** : চোখের বালি, গোরা, শেষের কবিতা, ঘরে-বাইরে, মালঞ্চ, চতুরঙ্গ, রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট, নৌকাডুবি, যোগাযোগ ইত্যাদি।
- **উল্লেখযোগ্য নাটক** : রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী।
- **সর্বশেষ গল্প** : মুসলমানীর গল্প।

মূল প্রবন্ধ

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে ***(বয়স ও কর্ম উভয় দিক দিয়েই তার জীবন যেন তুচ্ছ)***। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে। ***(অনুপমের জীবনকে যদি ফুলের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে কল্যাণী হলো ভ্রমর আর সেই ভ্রমরের সংস্পর্শে ফুল কুড়িতে পরিণত হয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণ ফলে পরিণত হয়নি)*** সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ***(যে ফুলের গন্ধ নাই)*** ও মাকাল ফলের ***(যে ফল দেখতে সুন্দর কিন্তু খাওয়ার অযোগ্য)*** সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রুপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি। ***(দেবী দুর্গার বড় ছেলে গণেশের মাথা কাটায় হাতির মাথা গ্রহণ করার কারণে ছোট ছেলে কার্তিককে তিনি খুব চোখে চোখে রাখতেন)***
আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু, ফল্গুর ***(ভারতের গয়া অঞ্চলে অবস্থিত নদী যার উপরে বালির আস্তরণ কিন্তু ভিতরে জলস্রোত)*** বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও ***(এক হাতের তালুতে যতটুকু)*** রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে- বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের ***(অন্তঃপুরের- বাড়ির ভিতরের)*** শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা ***(যে মেয়ে নিজেই নিজের বর পছন্দ করে)*** হন তবে এই
সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁরি অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির ***(দীর্ঘ নল বিশিষ্ট জমিদারী হুঁকা)*** পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।
আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"
কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি ***(উমেদারি- চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া)*** নাই, চাকরি নাই;
নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই-থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল-আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।
এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বলে তবে-"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"
হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই-বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ ***(মহামূল্য)***, তাহার পরে ***ধনুক-ভাঙা পণ***, ***(এটি একটি প্রবাদ, এটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে ভালো বর তো পাওয়া কঠিন অন্যদিকে ভালো বর পাওয়া গেলেও বিয়ে দিতে প্রয়োজন অনেক যৌতুক)*** কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন- কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

- পণ্ডিত মশাই অনুপমকে বলতেন - মাকাল ফল।
- অনুপমের বন্ধুর নাম - হরিশ।
- গজাননের মায়ের নাম - অন্নপূর্ণা।
- রেল কর্মচারী বেঞ্চে ঝুলিয়ে রেখেছিল - দুটি টিকিট।
- পাত্রীপক্ষের গহনাগুলো - মোটা ও ভারী।
- মাকাল ফল মানে - গুণহীন (দেখতে সুন্দর কিন্তু খাওয়া যায় না)
- অনুপমের কাছে গলার স্বর - চিরকালই সবচেয়ে বড় সত্য।
- জায়গা আছে উক্তিটি - কল্যাণীর।
- নিতান্ত ভালো মানুষ - অনুপমের শ্বশুর।
- মামা প্রতিজ্ঞা করেছেন কারো কাছে - ঠকবেন না।
- কল্যাণী যাত্রী ছিল - সেকেন্ড ক্লাসের।
- অনুপম যাত্রী ছিল - ফার্স্ট ক্লাসের।
- কল্যাণীর নাম শুনে চমকে উঠল - অনুপম ও তার মা।
- মামার পচন্দ হয় না - ধনীর কন্যা।
- আসর জমাইতে অদ্বিতীয় - হরিশ।
- কোন দ্বীপের কথা অপরিচিতা গল্পে উল্লেখ আছে? উঃ আন্দামান দ্বীপের।
- কন্যার পিতা - শম্ভুনাথ বাবু (বয়স চল্লিশের এপার বা ওপারে)।
- বেয়াই সম্প্রদায়ের কী থাকা দোষের? উঃ তেজ।
- অনুপমের মামা নিজেকে ভাবতেন - অসামান্য চতুর।
- মাকে নিয়ে অনুপম চলিলেন - তীর্থে।
- গাড়ি আসিয়া থামিল - কানপুরে।
- হরিশ কাজ করে - কানপুরে।

গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

০১. 'সে নিজের চারদিকের সকলের চেয়ে অধিক রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃত্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়েছে- কে? *[ঢাকা বোর্ড: ২০২২]*

ক. বিলাসী খ. আহ্লাদী গ. জমিলা ঘ. কল্যাণী উত্তর: ঘ

০১. 'অপরিচিতা' গল্পের শীর্ষ-মুহূর্ত (গ্রন্থিবন্ধন) কোনটি? *[ঢাকা বোর্ড: ২০২২]*

ক. শম্ভুনাথ সেনের কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতির ক্ষণ খ. ট্রেনে কল্যাণীর সাক্ষাৎলাভ মূহুর্ত

গ. সেকরা কর্তৃক গহনা পরীক্ষার মূহুর্ত ঘ. গায়ে হলুদ মূহুর্ত উত্তর: ক

০২. 'অপরিচিতা' গল্পে 'কল্যাণী' বিয়েতে কোন রঙের শাড়ি পরেছে বলে অনুপম কল্পনা করে? *[কুমিল্লা বোর্ড: ২০২২]*

ক. হলুদ খ. বেগুনি গ. নীল ঘ. লাল উত্তর: ঘ

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের কারণ– *[চট্টগ্রাম বোর্ড: ২০২২]*

ক. লোকলজ্জা খ. পিতৃ আদেশ গ. আত্মমর্যাদা ঘ. অপবাদ উত্তর: গ

০৪. 'অপরিচিতা' গল্পে গল্প বলায় পটু কে? *[রাজশাহী বোর্ড: ২০২২]*

ক. অনুপম খ. হরিশ গ. মামা ঘ. বিনুদা উত্তর: খ

০৫. ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'- এই উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? *[চট্টগ্রাম বোর্ড: ২০২২]*

ক. দুর্বলতা খ. বলিষ্ঠতা গ. হীনম্মন্যতা ঘ. বদান্যতা উত্তর: খ

গ. 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম ও উদ্দীপকের পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান বৈপরীত্য হলো অনুপম ছিলো পরনির্ভরশীল, অন্যদিকে পারভেজ আত্মনির্ভরশীল।
'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম উচ্চশিক্ষিত হলেও তাঁর কোনো ব্যক্তিত্ব ছিলো না, বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও সে ছিলো সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল, তাঁর নিজস্ব পছন্দের কোনো মূল্য ছিলো না। কিন্তু অন্যদিকে উদ্দীপকের পারভেজ ছিলো অনুপমের ঠিক বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

উদ্দীপকের পারভেজ উচ্চব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ লোক।এ কারণে সে যৌতুকলোভী বাবার সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে লাবনিকে বিয়ে করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করে। পাত্রী কোনো বেচাকেনার পণ্য নয় তা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় তাঁর বাবাকে। কিন্তু অপরপক্ষে অপরিচিতা গল্পে অনুপম ছিলো সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল।নিজের ইচ্ছে থাকা স্বত্বেও স্পষ্ট কথা বলার সাহস তার ছিলো না।বিয়ের আসরে সেকরা দিয়ে কনেন গহনা যাচাই করার বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে সে নিরব ছিলো। কারণ মামার বিপরীতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা তার ছিলো না। এসব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উদ্দীপকের পারভেজ এবং গল্পের অনুপম পরস্পর বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয় - মন্তব্যটি যথার্থ।

অনুপমের মামা ও হারুন মিয়া উভয়ে যৌতুকলোভী। আর যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বরপক্ষের দাবি পূরণ করতে কন্যার পিতাকে কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হতে হয়। এর ফলে পরবর্তী সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও নেমে আসে এক চরম অশান্তি।

উদ্দীপকে লাবনির সুখের কথা চিন্তা করে তাঁর বাবা দরিদ্র কৃষক লতিফ মিয়া আবাদের সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে পণের টাকা যোগাড় করেন। কিন্তু তাতেও কিছু টাকার ঘাটতি রেয়ে গেলে বর পারভেজের বাবা যৌতুকলোভী হারুন মিয়া বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। যদিও পরবর্তীতে পারভেজের দৃঢ়তার কারণে বিয়েটা হয়েছিলো কিন্তু এর ফলে লাবনি ও তার পরিবার চরম চরম অপমানিত হয়।
একই দৃশ্য অপরিচিতা গল্পেও দেখা যায়। সেখানে অনুপমের মামা বিয়েতে যৌতুক দাবি করেন। এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগে অনুপমের মামা কন্যার বাবাকে তাঁর মেয়ের শরীর থেকে গহনাগুলো খুলে আনতে বলেন সেকরা দিয়ে সেগুলো যাচাই করার জন্য। এধরণের লোভী, হীন ও অমানবিক আচরণে কল্যাণী ও তাঁর পরিবার অপমানিত হয়। এভাবেই দেখা যায় অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো যৌতুকলোভী, হীন ও অমানবিক মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনির মতো সমাজের হাজারো নারী অপমানের শিকার হয়।

গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

০১. পরিবারে অনুপমের আসল অভিভাবক কে? *[ঢাকা বোর্ড ২৩]*

ক. মা খ. বাবা গ. মামা ঘ. বিনুদা উত্তরঃ গ

০২. 'অপরিচিতা' কোন পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প? *[রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]*

ক. উত্তম পুরুষ খ. মধ্যম পুরুষ গ. কাল পুরুষ ঘ. নাম পুরুষ উত্তরঃ ক

০৩. 'অপরিচিতা' গল্পের প্রতিপাদ্য - *[রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]*

i. পণ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ ii. দেশসেবা iii. বর্ণভেদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তরঃ ক

যৌতুকের বিষয়টি মীমাংসা না হওয়ায় বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলে পলাশ তার বাবাকে ডেকে বললো, "বিয়ে করতে এসেছি, বউ নিয়েই বাড়ি যাব। দেনা-পাওনার ধার আমি ধারি না।"

০৪. উদ্দীপকের পলাশের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বৈপরীত্য রয়েছে? *[দিনাজপুর বোর্ড ২৩]*

ক. হরিশ খ. বিনু দাদা গ. মামা ঘ. অনুপম উত্তরঃ ঘ

- অনুপমের বন্ধুর নাম - হরিশ।
- গজাননের মায়ের নাম - অন্নপূর্ণা।
- রেল কর্মচারী বেঞ্চে ঝুলিয়ে রেখেছিল - দুটি টিকিট।
- পাত্রীপক্ষের গহনাগুলো - মোটা ও ভারী।
- মাকাল ফল মানে - গুণহীন (দেখতে সুন্দর কিন্তু খাওয়া যায় না)
- অনুপমের কাছে গলার স্বর - চিরকালই সবচেয়ে বড় সত্য।
- জায়গা আছে উক্তিটি - কল্যাণীর।
- নিতান্ত ভালো মানুষ - অনুপমের শ্বশুর।
- মামা প্রতিজ্ঞা করেছেন কারো কাছে - ঠকবেন না।
- কল্যাণী যাত্রী ছিল - সেকেন্ড ক্লাসের।
- অনুপম যাত্রী ছিল - ফার্স্ট ক্লাসের।
- কল্যাণীর নাম শুনে চমকে উঠল - অনুপম ও তার মা।
- আসর জমাইতে অদ্বিতীয় - হরিশ।
- কোন দ্বীপের কথা অপরিচিতা গল্পে উল্লেখ আছে? উঃ আন্দামান দ্বীপের।
- কন্যার পিতা - শম্ভুনাথ বাবু (বয়স চল্লিশের এপার বা ওপারে)।
- বেয়াই সম্প্রদায়ের কী থাকা দোষের? উঃ তেজ।
- অনুপমের মামা নিজেকে ভাবতেন - অসামান্য চতুর।
- গাড়ি আসিয়া থামিল - কানপুরে।
- হরিশ কাজ করে - কানপুরে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

মা মরা ছোট মেয়ে লাবনি আজ শ্বশুর বাড়ি যাবে। সুখে থাকবে এই আশায় দরিদ্র কৃষক লতিফ মিয়া আবাদের সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে পণের টাকা যোগাড় করলেন । কিন্তু তাতেও কিছু টাকার ঘাটতি রয়ে গেল । এদিকে বর পারভেজের বাবা হারুন মিয়ার এক কথা সম্পূর্ণ টাকা না পেলে তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। বিষয়টি পারভেজের কানে গেলে সে বাপকে সাফ জানিয়ে দেয়, 'সে দরদাম বা কেনাবেচার পণ্য নয়। সে একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। ফিরতে হলে লাবনিকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরবে।'

ক. শম্ভুনাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন?

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুপম ও পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়- মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

ক. শম্ভুনাথ সেকরার হাতে একজোড়া এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিলেন।

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে অনুপমের আক্ষেপ ও অসহায়ত্বকে বোঝানো হয়েছে।

সাধারণত বাংলাদেশের বিয়েতে প্রদত্ত যৌতুকের অসংগতির কারণে বরের বাবা বা অভিভাবক বিয়েতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু অনুপমের ক্ষেত্রে বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। যৌতুক গ্রহণের প্রবণতা, ব্যক্তিত্বহীন এবং হীন মানসিকতা বুঝতে পেরে চরম ব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ শম্ভুনাথ সেন অনুপমের মামাকে আশীর্বাদের এয়ারিং ফিরিয়ে দেন এবং বরযাত্রীদের খাইয়ে বিয়ের ব্যবস্থা না করেই তাদের বিদায় দিয়ে দেন। এতে অনুপম অপমানিত হয় এবং তাঁর অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়।

কবিতার লাইনের ব্যাখা

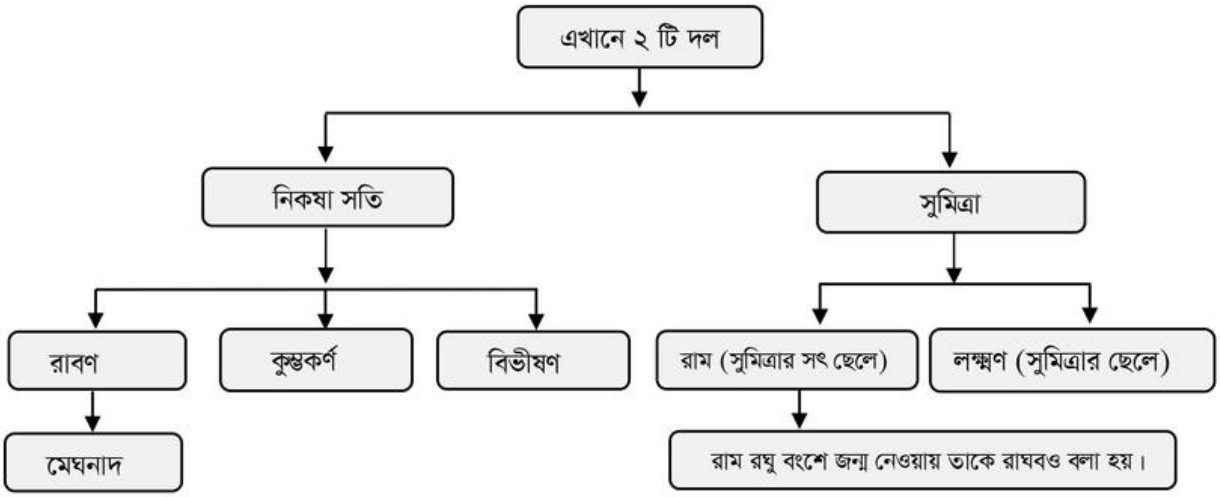

উপরে দেখতে পাচ্ছি যে নিকষা সতির ৩ ছেলে। তাদের নাম রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। আবার রাবণের ছেলের নাম মেঘনাদ। সুতরাং রাবণ এর সাথে বিভীষণের ভাই-ভাই সম্পর্ক এবং বিভীষণ হচ্ছে মেঘনাদের চাচা। কোনো এক কারণে এই দুই গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে অগ্নিদেবতার কাছে পূজা করতে গিয়েছে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। কিছুক্ষণ পরে মেঘনাদ পিছনে দেখতে পায় সে তার শত্রু লক্ষ্মণ চলে এসেছে। তখন মেঘনাদ চিন্তা করছিল যে তাদের রাজ্যে এত সেন্য থাকার পরও কীভাবে লক্ষ্মণ প্রবেশ করল। তারপর মেঘনাদ দেখল যে লক্ষণ এর পাশে তার চাচা বিভীষণ। এখন মেঘনাদ বুঝতে পারল যে তার চাচার সহযোগিতায় লক্ষ্মণ এখানে আসতে পেরেছে। বিভীষণের এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মেঘনাদ তার চাচাকে অর্থাৎ বিভীষণকে কিছু কথা বলছেন এবং বিভীষণ ও মেঘনাদকে বর্ণনা করছেন যে কেন তিনি এই কাজ করেছেন।

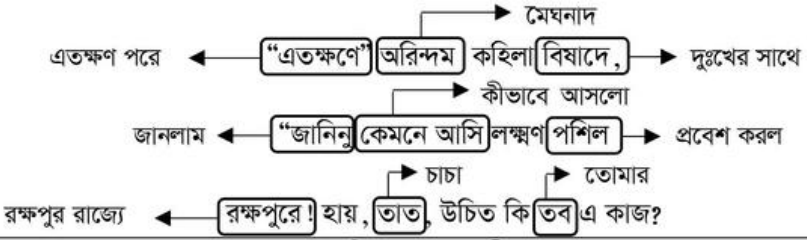

মেঘনাদ তার যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণকে দেখে বুঝতে পারছিলো না যে কীভাবে এখানে সে আসলো। তার পর পিছনে তার চাচা বিভীষণকে দেখে তার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে বিভীষণ লক্ষ্মণকে এখানে আসতে সাহায্য করেছে। তাই মেঘনাদ তার চাচাকে বলছে যে আপনার কি এই কাজটা করা উচিত হয়েছে?

নিচু বংশের লোককে ← চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে? → রাজার সিংহাসনে বসানো

মেঘনাদ বিভীষণকে বলছেন যে তোমার মা নিকষা সতী, তোমার ভাই কুম্ভকর্ণ শূলপানি মহাদেবের মত, তোমার ভাতিজা বাসববিজয়ী! এত ভালো বংশের একজন হয়ে আপনি কীভাবে নিজের ঘরে লক্ষ্মণের মত একজন চোরকে প্রবেশ করতে সাহায্য করলেন? এ যেন রাজার আসনে চোরকে বসানোর মত!

কিন্তু আমি তোমাকে তিরস্কার করব না, কারণ তুমি গুরুজন
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতার সমান ← পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার → দরজা, যাব অস্ত্রাগারে,
লক্ষ্মণকে ← পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, → নরকে
লক্ষ্মণের কোনরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই প্রবেশ করা ← লঙ্কার কলঙ্ক আজি → আজ ভঞ্জিব আহবে।" → যুদ্ধ করে বিনষ্ট করব

মেঘনাদ বিভীষণকে বলছেন যে, আপনি দরজা ছাড়েন, আমাক অস্ত্রগারে যেতে দিন। আমার এই রাজ্যে লক্ষ্মণ প্রবেশ করে যে কলঙ্কের দাগ দিয়েছে, তা আজ তাকে হত্যা করে কলঙ্কের দাগ মুছে ফেলব।

উত্তর দিল ← উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
রাঘবদাস- রাম/রামচন্দ্রের দাস
জ্ঞানী, মেঘনাদকে বুঝানো হয়েছে ← ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে → রাখতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি; → মেঘনাদ

বিভীষণ মেঘনাদকে উত্তর দিল যে, তোমার এই সাধনা বৃথা। আমি রাঘবের দাস, তোমার অনুরোধ রাখতে গিয়ে আমি তার বিপক্ষে কাজ করতে পারব না।

তোমার
পিতার সমতুল্য ← "হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে! → মরে যেতে ইচ্ছে হওয়া
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা তাত, কহ তা দাসেরে! → মেঘনাদকে
চাঁদ ← স্থাপিলা বিধুরে বিধি → সৃষ্টিকর্তা স্থাণুর ললাটে; → আকাশে
স্থাপন করল
মাটিতে ← পড়ি কি ভূতলে শশী → চাঁদ যান গড়াগড়ি
বিভীষণ
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে? → বংশে

মেঘনাদ বিভীষণকে বলছেন যে, আপনার এইসব কথা শুনে আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। আপনি রাঘবের দাস! এ কথা কীভাবে বলকে পারলেন? চাঁদকে সৃষ্টিকর্তা আকাশে স্থাপন করেছেন, সেই চাঁদ কি মাটিতে পড়ে ধুলোয় গড়াগাড়ি করে? আপনি কীভাবে ভুলে গেলেন যে আপনি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন!

কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে → পরিষ্কার পুকুরে
খেলা করে ← করে কেলি রাজহংস → রাজহাস পঙ্কজ-কাননে → পদ্মবন
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে, → ময়লাযুক্ত পানি

- **উল্লেখযোগ্য উপন্যাস** : চোখের বালি, গোরা, শেষের কবিতা, ঘরে-বাইরে, মালঞ্চ, চতুরঙ্গ, রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট, নৌকাডুবি, যোগাযোগ ইত্যাদি।
- **উল্লেখযোগ্য নাটক** : রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী।
- **শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ** : মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা, বলাকা, পুনশ্চ, জন্মদিনে, শেষ লেখা।
- **কাব্যনাট্য** : 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'।
- **কাহিনি কবিতার সংকলন** : 'কথা' ও 'কাহিনি'।
- **সর্বশেষ গল্প** : মুসলমানীর গল্প।

সহজ ভাষায় এই কবিতার মূল কথা: সোনার তরী কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। এখানে সোনার তরী বলতে আক্ষরিক অর্থে সোনা দ্বারা তৈরি এরকম কোনো নৌকাকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে সোনা যেমন অনেক মূল্যবান ঠিক তেমনি এই তরী বা নৌকাকে মূল্যবান কিছুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। তবে ভাবার্থ হচ্ছে 'সোনার তরী' বলতে মহাকাল বা সময়কে বোঝানো হয়েছে। এই কবিতার সাধারণ অর্থ হচ্ছে একজন কৃষক অনেক কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করেছেন। এখন সেই ফসল নিয়ে একটি নদীর তীরে মাঝির জন্য অপেক্ষা করছেন। মাঝি চলে আসলে কৃষক তার ফসলগুলো নৌকাতে ওঠানোর পর নিজে যখন উঠতে চাইলেন তখন দেখলেন যে নৌকাতে আর বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। তবে এই সব ঘটনার ভাবার্থ : এখানে কৃষক হচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ফসল বলতে কবি সারাজীবন ধরে যে গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি লিখেছেন তা বোঝানো হয়েছে। কবি জীবনের শেষ সময়ে এসে যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তার জীবনের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, যেকোনো সময় তিনি পরপারে যেতে পারেন। তখন তিনি ভাবতে শুরু করলেন যে আমি তো চলে যাব কিন্তু আমি এত দিন ধরে যে সাহিত্যকর্ম করেছি তা কি পরবর্তি প্রজন্মে বেচে থাকবে। আমার এই সাহিত্যকর্ম সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যাবে না তো! এজন্য এই কবিতায় কবি তার মনের আশা ব্যক্ত করেছেন যেন তার সাহিত্যকর্মগুলো যেন বেচে থাকে এবং তিনিও যেন মৃত্যুর পরও পাঠকের মনে বেচে থাকতে পারেন।

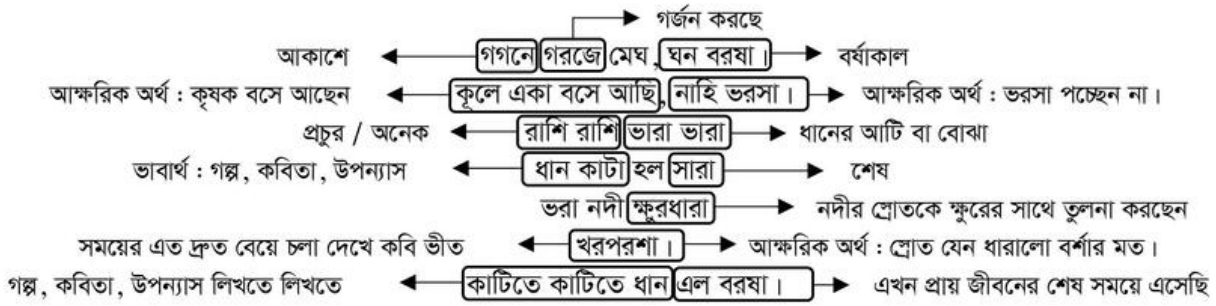

ব্যাখ্যা: আক্ষরিক অর্থ: বর্ষাকালে আকাশে মেঘ গর্জন করছে, একজন কৃষক কূলে একা বাসে আছেন প্রচুর ফসল নিয়ে কিন্তু তিনি ভরসা পাচ্ছেন না যে মাঝি আসবে কি না কিংবা তার ফসলগুলো নৌকায় তুলে দিতে পারবেন কি না। ভাবার্থ : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন ধরে অনেক কিছু লিখে গিয়েছেন। এখন তার জীবনের প্রায় শেষ সময় চলে এসেছে। তিনি এখন অনুভব করছেন যে তার এত কষ্ট করে লেখা সাহিত্যকর্ম সংরক্ষণ করা উচিত। তিনি চান এগুলো যেন সময়ের সাথে সাথে হরিয়ে না যায়।

সমাস নিয়ে যত কনফিউশন

উপমান কর্মধারয় সমাস vs উপমিত কর্মধারয় সমাস vs রূপক কর্মধারয় সমাস

উপমান কর্মধারয় সমাস	উপমিত কর্মধারয় সমাস	রূপক কর্মধারয় সমাস
যা হওয়া বাস্তবে সম্ভব	**যা হওয়া বাস্তবে অসম্ভব**	**অসম্ভব + পূর্বপদ অদৃশ্য**
তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র	মন রূপ মাঝি = মনমাঝি
অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা	পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ	বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু
বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক	চাঁদ মুখের ন্যায় = চাঁদমুখ	জীবন রূপ প্রদীপ = জীবনপ্রদীপ
কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো	ফুল কুমারীর ন্যায় = ফুলকুমারী	ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল
ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ = ভ্রমরকৃষ্ণ	বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা	প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি
গজের ন্যায় মূর্খ = গজমূর্খ	চরণ পদ্মের ন্যায় = চরণপদ্ম	সুখ রূপ সাগর = সুখসাগর
তুষার সাদা হওয়া সম্ভব, অরুণ (সূর্য) সন্ধ্যায় রঙিন হওয়া সম্ভব, ধার্মিক বক (ভণ্ড) হওয়া সম্ভব।	মুখ যতই সুন্দর হোক তা কখনো চাঁদ হয়ে যাবে না। পুরুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন তা কখনো সিংহ হয়ে যাবে না, কুমারী মেয়ে যতই সুন্দর হোক না কেন তা ফুল হয়ে যাবে না	মন কখনো মাঝি হতে পারে না অন্যদিকে মন - অদৃশ্য। যতই কান্না করি না কেন, কান্না সিন্ধু হতে পারবে না অন্যদিকে বিষাদ - অদৃশ্য। জীবন কখনো প্রদীপ হতে পারবে না অন্যদিকে জীবন - অদৃশ্য

অলুক দ্বন্দ্ব vs অলুক তৎপুরুষ vs অলুক বহুব্রীহি

মনে রাখবেন, যেকোনো ধরনের অলুক সমাসেই ব্যাসবাক্যের বিভক্তি সমস্তপদে এসে লোপ পায় না। অর্থাৎ অলুক দ্বন্দ্ব, অলুক তৎপুরুষ, অলুক বহুব্রীহি কোনো সমাসেই বিভক্তি লোপ পায় না। তাহলে পার্থক্য করব কীভাবে? মনে রাখবেন, অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বপদ ও পরপদে একই বিভক্তি থাকবে এবং অলুক তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তি থাকবে কিন্তু পরপদে বিভক্তি থাকবে না। আবার অলুক বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যে 'যার' থাকবে।

অলুক দ্বন্দ্ব	অলুক তৎপুরুষ	অলুক বহুব্রীহি
*** উভয়পদে একই বিভক্তি থাকবে**	*** পূর্বপদে বিভক্তি থাকবে কিন্তু পরপদে বিভক্তি থাকবে না।**	*** ব্যাসবাক্যে 'যার' থাকবে**
দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে	তেলে ভাজা	মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি
মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে-ঝিয়ে	হাতে কাটা	গলায় গামছা যার = গলায় গামছা
জলে ও স্থলে = জলে-স্থলে	মনে রাখা	মুখে ভাত যার = মুখে-ভাত
পথে ও প্রান্তরে = পথে প্রান্তরে	মামার বাড়ি	মাথায় ছাতা যার = মাথায়-ছাতা
হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে	ঘোড়ার ডিম	হাতে ছড়ি যার = হাতে-ছড়ি
হাতে ও পায়ে = হাতে-পায়ে	মাটির মানুষ	কানে কলম যার = কানে-কলম
দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে	হাতের পাঁচ	গায়ে পড়া স্বভাব যার = গাড়ে-পড়া
হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে	সাপের পা	হাতে বেড়ি যার = হাতে-বেড়ি
ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে	মনের মানুষ	কানে খাটো যার = কানে-খাটো
	কলের গান	
	তাঁতে বোনা	
	* ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র	

➢ **আ/বি' উপসর্গ :** একদিন বিকেলে বিভুঁই আকাড়া আচালা আছাঁকা আধোয়া চাল দিয়ে আলুনি খিচুড়ি রান্নার বিফল চেষ্টা করে বিকল হয়ে আকাঠা ও আগাছা নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিনামা হয়ে বিপথে হাটা দিল। এখানে সব 'আ' ও 'বি'-বাংলা উপসর্গ।

এখানে, 'বিকেল, বিভুঁই, আকাড়া, আচালা, আছাঁকা, আধোয়া, আলুনি, বিফল, বিকল, আকাঠা, আগাছা, আকাশ' এই শব্দগুলো বাংলা উপসর্গ দ্বারা গঠিত। এছাড়া 'আ/বি' দিয়ে তৈরি বাকি সব শব্দ তৎসম উপসর্গ দ্বারা গঠিত। যদি বলা হয়, 'আকণ্ঠ, আগমন, আবেগ, আভাস, আমৃত্যু, বিজয়, বিজ্ঞান, বিফল, বিশুদ্ধ, বিশৃঙ্খল' এই শব্দগুলো কোন উপসর্গ দ্বারা গঠিত?
উত্তর : তৎসম উপসর্গ। আমরা উপরের ছন্দটি মনে রাখব, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না।

বাক্য রূপান্তর

বোর্ড পরীক্ষায় আসা উল্লেখযোগ্য কিছু বাক্য রূপান্তর নিম্নরূপ

➢ আশেপাশে কোনো শব্দ নেই। (অস্তিবাচক) = আশপাশ সম্পূর্ণ নীরব।
➢ আইন মেনে চলা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) = আইন মেনে চলবে।
➢ আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। (অস্তিবাচক) = আমি আসা করিয়া রহিলাম।
➢ একেই কি বলে সভ্যতা?(নেতিবাচক) = একেই সভ্যতা বলে না।
➢ সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল) = যদি সূর্যদয় হয়,তবে অমানিশা কেটে যাবে।
➢ যারা সংস্কৃতিবান, তারা শান্তিপ্রিয় হয়। (সরল) = সংস্কৃতিবানরা শান্তিপ্রিয় হয়।
➢ যদিও সে অশিক্ষিত, তবুও সে দেশপ্রেমিক। (যৌগিক) = সে অশিক্ষিত কিন্তু দেশপ্রেমিক।
➢ যে সত্য কথা বলে, সবাই তাকে ভালোবাসে।(সরল) = সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে।
➢ অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপনা করব। (নেতিবাচক) = অনুষ্ঠানটি আমি ছাড়া কেউ উপস্থাপনা করবে না।
➢ উদারতা কৃপণদের ধর্ম নয়। (অস্তিবাচক) = অনুদারতা কৃপণদের ধর্ম।
➢ বিপন্নদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) = বিপন্নদের সেবা কর।
➢ সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ।(প্রশ্নবোধক) = সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?
➢ রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবেই চমৎকার।(বিস্ময়বোধক) = বাঃ! রাঙ্গামাটিরর প্রাকৃতিক দৃশ্য কী চমৎকার।
➢ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।(প্রশ্নবোধক) = বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
➢ আমরা নড়লাম না। (অস্তিবাচক) = আমরা অনড় রইলাম।
➢ যদি সাফল্য চাও,তাহলে পরিশ্রম কর। (সরল) = সাফল্য চাইলে পরিশ্রম করো।
➢ জীবে দয়া করা উচিত।(অনুজ্ঞাবাচক) = জীবে দয়া করো।
➢ তারা কি কোথাও যাবে?(অস্তিবাচক) = তারা হয়তো কোথাও যাবে।
➢ ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক) = ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।
➢ ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।(জটিল) = যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
➢ ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক) = ফুল কে না ভালোবাসে?
➢ বিড়ালকে বুঝানো দায় হইলো।(নেতিবাচক) = বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইলো না।
➢ মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক) = মানুষ অমর নয়।
➢ এতে দোষ কি?(নেতিবাচক) = এতে দোষ নেই।
➢ জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়?(নির্দেশকসূচক) = জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।
➢ দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়বাচক) = বাহ! কী সুন্দর দৃশ্য।
➢ বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক) = তিনি বিদ্বান এবং তার অহংকার নেই।

➢ **জন্মবার্ষিকী নাকি জন্মবার্ষিক?**
বার্ষিক শব্দটি একটি প্রত্যয়সাধিত শব্দ। (বর্ষ + ইক)। এর সাথে পুনরায় ঈ প্রত্যয় যুক্ত হলে সেটি অপপ্রয়োগ হয়। এর শুদ্ধ রূপ হলো - জন্মবার্ষিক।

➢ **পুনর্মিলনী নাকি পুনর্মিলন?**
এখানেও প্রত্যয়জনিত অপপ্রয়োগ ঘটে। সঠিক প্রয়োগ হলো পুনর্মিলন।

➢ **লজ্জাস্কর নাকি লজ্জাজনক?**
দুটো শব্দেরই ভুল প্রয়োগ হয়েছে। সঠিক প্রয়োগ হবে লজ্জাকর।

বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তর

যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ : [ঢাকা বোর্ড: ২০২২]

ক. তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার। **শুদ্ধ:** তার বৈমাত্রেয় ভাই ডাক্তার।
খ. সাবধান পূর্বক চলবে। **শুদ্ধ:** সাবধানে চলবে।
গ. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। **শুদ্ধ:** উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
ঘ. আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত । **শুদ্ধ:** আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত ।
ঙ. কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয় । **শুদ্ধ:** কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
চ. কুপুরুষের মতো কথা বলছো কেন? **শুদ্ধ:** কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?
ছ. বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। **শুদ্ধ:** বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
জ. তৎকালীন সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়। **শুদ্ধ:** তৎকালে/সে সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়।

যে কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ : [রাজশাহী বোর্ড: ২০২২]

ক. তাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। **শুদ্ধ:** তাকে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।
খ. বিধি লঙ্ঘন হয়েছে। **শুদ্ধ:** বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
গ. চোখে হলুদফুল দেখছি। **শুদ্ধ:** চোখে সরষে ফুল দেখছি।
ঘ. একথা প্রমাণ হয়েছে। **শুদ্ধ:** একথা প্রমাণিত হয়েছে।
ঙ. তিনি স্বপরিবারে ঢাকা থাকেন। **শুদ্ধ:** তিনি সপরিবারে ঢাকায় থাকেন।
চ. তার পানিতে সমাধি হয়েছে। **শুদ্ধ:** তার পানিতে সমাধি হয়েছে।
ছ. দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃচ্ছতা সাধন দরকার।
শুদ্ধ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃচ্ছসাধন দরকার।
জ. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। **শুদ্ধ:** উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ : [দিনাজপুর বোর্ড: ২০২২]

ক. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। **শুদ্ধ:** অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
খ. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত। **শুদ্ধ:** সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
গ. অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে। **শুদ্ধ:** অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।
ঘ. আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত। **শুদ্ধ:** আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
ঙ. এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার। **শুদ্ধ:** এটা লজ্জাকর ব্যাপার।
চ. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। **শুদ্ধ:** বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
ছ. নিরোগী লোক আসলে সুখী। **শুদ্ধ:** নিরোগ লোক আসলে সুখী।
জ. সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে। **শুদ্ধ:** সব ছাত্র উপস্থিত আছে / ছাত্ররা উপস্থিত আছে।

গড়ে যুগ যুগান্তর-অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপপথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রিত করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধারায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি।"

সারমর্মঃ কোনো কিছু ক্ষুদ্র বলে সেটাকে অবহেলার চোখে দেখা যাবে না। ক্ষুদ্র থেকে ক্রমেই বৃহতের সৃষ্টি। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা নিয়ে গড়ে ওঠে মহাদেশ, বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে মহাসাগর, তুচ্ছ মুহূর্ত নিয়ে যুগ যুগান্তর,ছোট অপরাধ থেকেই সংঘটিত হয় বড় পাপ।সুতরাং ছোট বড় সকল বিষয়কে সঠিক মূল্যায়ন করলেই জীবন হয় সার্থক।

দিনলিপি

ইংরেজিতে দিনলিপিকে ডাইরি বলা হয়। দিনলিপি তে সাধারণত একজন ব্যক্তি তার প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। একজন ব্যক্তির প্রত্যহ জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার মধ্যে কিছু ঘটনা থাকে যা মনে রাখার মত বা যা হৃদয় ছুয়ে যায় তা চাইলে যে কেউ লিপিবদ্ধ করতে পারে। তবে যেমন তেমন করে প্রত্যহ জীবনের ঘটনা লিখলেই তা দিনলিপি হয়ে যাবে না। কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে যা মেনে দিনলিপি লিখতে হয়।

➢ **দিনলিপি লিখন কৌশল বা নিয়ম :**

১. প্রথমেই দিন-তারিখ, স্থান ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
২. প্রথম বাক্যটি এমনভাবে লিখতে হবে যেন মনে হয় পুরো দিনটির সারাংশ।
৩. লেখার সময় সবসময় 'আমি' উল্লেখ করাই শ্রেয় অর্থাৎ উত্তম পুরুষে লিখতে হবে।
৪. সর্বদা সত্য কথা লিখতে হবে।
৫. সারাদিনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তকারে লেখার চেষ্টা করতে হবে।
৬. বাক্য বড় না করে অর্থাৎ জটিল বাক্যে না লিখে ছোট ছোট বাক্যে বা সরল বাক্যে লিখতে হবে।
৭. দিনলিপিতে সবসময় নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা লিখতে হবে। অনেকেই দিনলিপি লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা লিখতে শুরু করেন যা কোনো ভাবেই উচিত নয়।
৮. দিনলিপির ভাষা হওয়া উচিত সহজ সরল ও আকর্ষণীয়।
৯. অযথা কাল্পনিক কিছু না লিখে বাস্তবে যা ঘটেছে তা গল্প রসের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।
১০. সর্বশেষে পুরো দিনটি কেমন লেগেছে এই সম্পর্কে মতামত দিয়ে দিনলিপি শেষ করতে হবে।

ধরুন আজ ১৬ ডিসেম্বর (বিজয় দিবস)। বিজয় দিবসের একটি দিনলিপি লিখতে বলা হল। ছাত্র ছাত্রীরা যা করে তা হচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর দিনটি কেমন কেটেছে তা একটু লেখার পর দেশ কীভাবে বিজয় লাভ করল কিংবা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে যায় যা মোটেও ঠিক নয়। পুরো দিনলিপিতে লিখতে হবে 'আমি কীভাবে দিনটি পার করেছি, কোথায় কোথায় গিয়েছি, কোন কোন বন্ধু বান্ধবীর সাথে দেখা হয়েছে, তাদের সাথে দিনটি কীভাবে কেটেছে, কোন কোন অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছি কিংবা অংশগ্রহণ করেছি ইত্যাদি।

ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন চিঠি

আজকাল প্রায় সকলের হাতে হাতে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের সহজলভ্যের কারণে আমরা প্রায় সবাই ইমেইলের সাথে পরিচিত। বেশিরভাগ মানুষ ই gmail ব্যবহার করে থাকে। gmail হচ্ছে এক ধরনের ইমেইল। ইমেইল এড্রেসগুলো সাধারণত এরকম হয়ে থাকে nahid24forbusiness@gmail.com, rahim@gmail.com, karim@yahoo.com etc

ই-মেইল লেখার নিয়ম

From : এখানে প্রেরকের অর্থাৎ নিজের ই-মেইল এড্রেস দিতে হবে (বাস্তবে দিতে হয় না তবে পরীক্ষায় খাতায় লিখতে হবে)

To : এখানে প্রাপকের অর্থাৎ যাকে পাঠাবেন তার ই-মেইল এড্রেস দিতে হবে।

Subject : এখানে যে ই-মেইল বা বার্তা পাঠাবেন তার শিরোনাম বা মূলকথা লিখতে হবে।

Text : এখানে যে বার্তা পাঠাতে চান বা যা লিখতে চান তা বিস্তারিত লিখবেন (বাস্তবে এই অংশে Text লেখা থাকবে না, পুরো অংশ ফাকা থাকবে; এর মধ্যে আপনার বক্তব্য লিখতে হবে

- মূলবক্তব্য সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।
- ই-মেইলের সাথে কোনো অ্যাটাচমেন্ট বা সংযুক্তি থাকলে তা নিচে উল্লেখ করতে হবে। যেমন অনেক সময় ই-মেইলে চাকুরির আবেদন করার সময় ছবি কিংবা জীবনবৃত্তান্ত প্রয়োজন হয়। বাস্তবে ই-মেইল করার সময় নিচে ছবি বা কোনো সংযুক্তি করার জন্য নিচের দিকে একটি আইকন থাকে তবে পরীক্ষার খাতায় সংযুক্তি থাকলে নিচের দিকে তা উল্লেখ করে দিতে হবে।

➢ **বাস্তবে ই-মেইল পাঠানোর সময় ইন্টারফেস কেমন আসে তা নিচে দেখে নেই :**

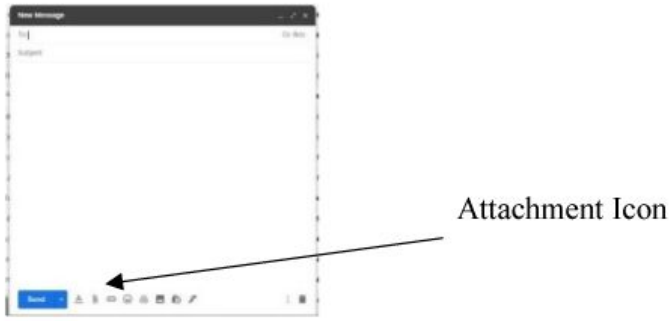

উদাহরণ : তোমার বন্ধুকে করোনার টিকা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে একটি ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন চিঠি লিখ।

From : nahid24forbusiness@gmail.com

To : rahim@yahoo.com

Subject : Taking corona vaccine

Text : আশা করি তুমি এবং তোমার পরিবারের সবাই আল্লাহর রহমতে ভালোই আছো। শুনলাম তোমাদের এলাকায় নাকি করোনার টিকা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু গ্রামের মানুষ ভয়ে টিকা নিচ্ছে না। এটা মোটেও সঠিক নয় যে টিকা নিলে ক্ষতি হয়; বরং টিকা নেওয়া মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। গ্রামের অনেকেই ভীতি ছড়াচ্ছে যে টিকা নিলে মানুষ মারা যায়। এইসব কথায় কান না দিয়ে তুমি এবং তোমার পরিবারের সবাই টিকা নিও। তোমাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

প্রতিবেদন

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার নিয়ম

তারিখ :
বরাবর,
অধ্যক্ষ
কলেজের নাম, স্থান
বিষয় :
সূত্র : যেকোনো কিছু হতে পারে (প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে)
জনাব,
যথাবিহীত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে,আপনার আদেশ নং (.....) অনুসারে কলেজের আন্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করছি।

(প্রতিবেদনের একটি শিরোনাম দিতে হবে; শিরোনাম আকর্ষণীয় দেওয়ার চেষ্টা করবেন)

.....
.....
.....
.....

নিবেদক,
নাম, শ্রেণি
কলেজের নাম, স্থান

উদাহরণ : তোমার কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর।

২ আগস্ট, ২০২১
বরাবর
অধ্যক্ষ
রংপুর সরকারি কলেজ
রংপুর
বিষয় : কলেজ গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রতিবেদন।
সূত্র : সে/২/প্র/২১

জনাব,
আপনার প্রেরিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে রংপুর সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার পরিদর্শন এবং অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

কলেজ লাইব্রেরির সংস্কার প্রয়োজন

ছাত্র ছাত্রীদের দাবির কারণে কলেজ লাইব্রেরি স্থাপন করা হলেও এখন তার অবস্থা খুবই করুণ। লাইব্রেরি দেখাশুনার মত কাউকে সবসময় পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগার বিষয়ে পাশ করা কোনো ব্যক্তিকে সেখানে নিয়োগ না দেওয়ায় লাইব্রেরির এই বেহাল দশা। প্রতি

ভাষণ

- ভাষণ একটি শিল্পমাধ্যম। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আলোচনার নাম ভাষণ।
- ভাষণের প্রকারভেদ :

  ভাষণ প্রধানত ২ প্রকার। যথা-

  ১. অনুষ্ঠানিক ভাষণ
  ২. অনানুষ্ঠানিক ভাষণ
- আনুষ্ঠানিক ভাষণ আবার ৩ প্রকার।

  ১. মঞ্চ ভাষণ
  ২. বেতার ভাষণ
  ৩. টেলিভিশন ভাষণ

- **এইচ এস সি পরীক্ষার যে ধরনের ভাষণ লিখতে দেওয়া হয় তা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ভাষণ (মঞ্চ ভাষণ)**
- **ভাষণের অংশ ঃ**

  ভাষণকে মূলত নিম্নোক্ত অংশে ভাগ করা হয়।

  ১. সম্ভাষণ বা শুভেচ্ছা বক্তব্যঃ সুধীমন্ডলী, সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি. বিশেষ অতিথি ইত্যাদি।
  ২. যে বিষয়ে ভাষণ দেওয়া হবে তার পরিচয় উপস্থাপন
  ৩. মূল বক্তব্য
  ৪. সুপারিশ ও যুক্তি
  ৫. সমাপনীয় বক্তব্য

- **ভাষণ লেখায় লক্ষণীয় কিছু দিকঃ**

  ১. যে বিষয়ে ভাষণ দিবেন বা লিখবেন শুরুতে সেই বিষয়ে কোনো কবিতার উদ্ধৃতি বা মহান কোনো ব্যক্তির উক্তি দেওয়া উচিত।
  ২. ভাষণের শুরু ও শেষ যেন আকর্ষণীয় হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
  ৩. ভাষণের অংশগুলো ভাগ করে কোনো অংশ যেন বাদ পড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
  ৪. ভাষণে মিথ্যা পরিহার করে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।
  ৫. একই কথা বার বার বলা বা লেখা যাবে না।
  ৬. বক্তা তার নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারবেন।
  ৭.

উদাহরণ : করোনা রোগ এবং টিকা গ্রহণ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের ভাষণ তৈরি করো।

আজকের আলোচনা সভার সম্মনিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলি- সবাইকে আমার সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সুধীমণ্ডলী,

আপনারা সবাই জানেন যে চারদিকে করোনা মহামারি কতটা প্রকট ছড়িয়েছে। করোনা ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এন সি ও ভি। এটি এক ধরনের করোনা ভাইরাস। ভাইরাসটির অনেক রকম প্রজাতি আছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৭টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভাইরাসটি হয়তো মানুষের দেহকোষের ভিতরে ইতোমধ্যে 'মিউটেট করছে', অর্থাৎ গঠন পরিবর্তন করে নতুন রূপ নিচ্ছে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করছে। ফলে এটি আরও বেশি বিপজ্জনক । এ ভাইরাস একজন মানুষের দেহ

ভাব-সম্প্রসারণ

ভাব-সম্প্রসারণ কথাটির অর্থ ভাবের সম্প্রসারণ। অন্যভাবে, ভাবের সুসঙ্গত সার্থক প্রসারণই ভাব-সম্প্রসারণ। ইংরেজিতে ভাবসম্প্রসারণকে বলতে পারি Expansion of the feeling।

প্রশ্নে উল্লিখিত গদ্য বা পদ্যের দুই-একটি তাৎপর্যপূর্ণ বা ভাবব্যঞ্জনাময় চরণ নির্ণীত ত করে তুলনীয় দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে সহজ ভাষায় প্রকাশ করার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। ভাব-সম্প্রসারণের সময় সেই গভীর ভাবটুকু উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় যুক্তি, বিশ্লেষণ, উপমা, উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। ভাব-সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত কবিতা বা গদ্যের অংশটি সাধারণত ২-১ লাইনের হয়ে থাকে কিন্তু তার মাঝে অনেক বড় ভাব লুকায়িত থাকে। সতর্কতার সঙ্গে সেই মূলভাবটিকে খুঁজে বের করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা :

জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ভাব-সম্প্রসারণের অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, ভাব-সম্প্রসারণ নিয়মিত অনুশীলন করলে-

১। কোনো সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ বক্তব্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

২। কোনো বিশেষ বক্তব্য থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

৩। ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা চর্চার যে গুরুত্ব আছে তা অনুধাবন করা যায়।

ভাব-সম্প্রসারণ লেখার পদ্ধতি

৩ টি অনুচ্ছেদে ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে হবে। অনুচ্ছেদটি হলো - মূলভাব, সম্প্রসারিত ভাব এবং মন্তব্য। তবে ভাব-সম্প্রসারণ লেখার সময় মূলভাব, সম্প্রসারিত ভাব এই কথাগুলো উল্লেখ করে না দিয়ে ৩ টি অনুচ্ছেদ/প্যারা করে লিখতে হবে।

মূলভাব : মূলভাব অনুচ্ছেদটি ১-৩ লাইনে লিখতে হবে। প্রশ্নে উল্লিখিত লাইনটিকে পুনরাবৃত্তি না করে একটু ভিন্নভাবে লিখতে হবে।

সম্প্রসারিত ভাব : বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে। বাক্য ও শব্দের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। আমি, আমরা, আমার মতে এই বিষয়গুলো পরিহার করতে হবে। কবি বুঝিয়েছেন, কবির মন্তব্য এগুলো লেখা যাবেনা। কোনো উক্তি বা ইংরেজি কোটেশন তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। কারণ যেহেতু আমরা ভাব-সম্প্রসারণ লিখতেছি, তাই কোনো উক্তি বা ইংরেজি কোটেশন তুলে ধরলে তা আবার ব্যাখ্যা করতে হবে।

মন্তব্য : ১-২ লাইনেই যেন শেষ হয় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। এতক্ষণ যে ভাবসম্প্রসারণটি লিখলাম তা যে সঠিক আছে এই বিষয়টি এখানে বলবেন।

সম্পূর্ণ ভাবসম্প্রসারণটি সর্বোচ্চ ৩ পৃষ্ঠা যেন হয়। ২-৩ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করবেন।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় :

১. প্রশ্নে উল্লিখিত অংশ বা বাক্যটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে তার মূলভাবটুকু বুঝে নিতে হবে। মূলভাব উপমা, রূপক, প্রতীক বা সংকেতের আড়ালে আছে কিনা তা দেখে, মূল তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করতে হবে

২. উক্তিটির লেখক, কোন গল্প থেকে লেখা হয়েছে তা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন : 'কবি এখানে বলতে চেয়েছেন ..... '; 'লেখকের মতে .....' ইত্যাদি এসব লেখা যাবেনা।

৩. উপমা বা দৃষ্টান্ত কিংবা যুক্তি দিয়ে ভাবসম্প্রসারণটি সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রাসঙ্গিক হলে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংলাপ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক কথোপকথনকে সংলাপ বলা হয়। প্রতিদিন আমরা একে অপরের সঙ্গে যে কথা বলি তাই সংলাপ। কিন্তু বাস্তবে কথা বলার সময় আমরা অসম্পূর্ণ কিংবা বিচ্ছিন্ন কথা বলে থাকি যা পরীক্ষার খাতায় লেখা উচিত নয়। যেমন বাস্তবে দুই বন্ধু কথা বললে "তুই, কী করিস..." এই ধরনের কথা বলে থাকি যা পরীক্ষার খাতায় সংলাপ লেখার সময় এভাবে লেখা উচিত নয়। সংলাপে আঞ্চলিকতা পরিহার করতে হবে। যতটা সম্ভব সহজ সরল ভাষায় সংলাপ লেখা উচিত।

সংলাপ লেখার নিয়ম

১. প্রথমে প্রশ্ন অনুসারে একটি শিরোনাম তৈরি করে নিতে হবে। যেমন: "সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ" এই শিরোনামের নিচে দাগ দিতে পারেন।

২. এর পর আবারও একবার প্রশ্নটি পড়ুন। অনেক সময় প্রশ্নে বলা থাকে "তুমি ও তোমার বন্ধু রাশেদের মধ্যে "সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ লিখ"। এরকম থাকলে সংলাপ লিখতে যে দুজন বক্তার প্রয়োজন হয় সেখানে তোমার বন্ধুর নামের জায়গায় অবশ্যই **রাশেদ** লিখতে হবে। আর যদি প্রশ্নটি এরকম হয় "মনে কর তুমি নাহিদ ও তোমার বন্ধু রাশেদের মধ্যে "সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ লিখ" এরকম থাকলে সংলাপ লিখতে যে দুজন বক্তার প্রয়োজন হয় সেখানে তেমার নামের জায়গায় লিখতে হবে **নাহিদ** এবং তোমার বন্ধুর নামের জায়গায় অবশ্যই **রাশেদ** লিখতে হবে। আর যদি এরকম কোনো কিছু উল্লেখ না থাকে তাহলে এভাবে লিখবেন বন্ধু-১, বন্ধু-২ অথবা ১ম বন্ধু, ২য় বন্ধু। অথবা আপনি চাইলে আপনার পছন্দমত নাম দিতে পারেন।

3. hello, hi দেওয়া যাবেনা। বাংলা শুভ সকাল, শুভ সন্ধ্যা এভাবে শুরু করা উচিত। শুভেচ্ছা বক্তব্য বেশি বড় না করে ৩-৪ লাইনের পরেই মূল বক্তব্যে যাওয়া উচিত।

4. তুই শব্দ পরিহার করতে হবে। আপনি, তুমি এসব বলতে হবে।

৫. প্রশ্নে যে বিষয় নিয়ে সংলাপ রচনা করতে বলা হয়, সেই বিষয়টিকে নিয়েই লিখতে হবে- অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে লেখা কাম্য নয়।

৬. বিদেশি শব্দ যা বাক্য পরিহার করতে হবে। তবে যেসব বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দে মিশ্রিত হয়েছে যেমন চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার এসব ব্যবহার করা যাবে।

৭. কোনো কবি বা লেখকের উক্তি দেওয়া যাবেনা।

৮. কথা বলার সময় আমাদের নানা রকম অভিব্যক্তি হয়। সংলাপ রচনার সময় প্রথম বন্ধনীতে অভিব্যক্তি দিতে পারেন। যেমন: (হেসে), (দীর্ঘশ্বাস ফেলে), (রেগে গিয়ে), (খুশি খুশি গলায়), (অবাক হয়ে), (ইতস্তত করে) ইত্যাদি।

৯. পুরো সংলাপটি বারো-চোদ্দটি বাক্যে কিংবা ২-৩ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা উচিত।

১০. সংলাপে যেন দুজনের কথার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। যেমন, একজন যদি প্রশ্ন করে তো পরের জন তার উত্তর দেবে।

১১. সংলাপের শেষটা হবে আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারের মতো। অর্থাৎ, এরপর আর কিছু বলার থাকবে না।

প্রশ্ন : "সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ লিখ"

সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ

১ম বন্ধু : শুভ সকাল, রাশেদ।

২য় বন্ধু : শুভ সকাল। কেমন আছো? তুমি বাংলায় হঠাৎ এ প্লাস পেয়েছো! রহস্য কী বন্ধু?

১ম বন্ধু : (খুশি খুশি গলায়) রহস্য তো রয়েছে তবে কাউকে বলিও না।